ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 5 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৬১ ● কলকাতা ● ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১৫ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## মহেশতলা কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন তৃণমূল কর্মীদের, সাংসদ অভিষেক

**বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা**

মহেশতলা অশান্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকুন, স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাংসদের নির্দেশে স্থানীয় দলীয় কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছেন বলেই খবর। গত ১১ জুন, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় মহেশতলায়। ওইদিন সকালে আক্রা সন্তোষপুর এলাকায় ফলের দোকান

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

# আহমেদাবাদে ধ্বংসাবশেষে ভেসে উঠলেন জগন্নাথদেব! দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দুমাস আগেই মিলেছিল পুরীতে?

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করছে এক ঈগল। ঠোঁট থেকে পতপতিয়ে উড়ছে পবিত্র পতাকা। মন্দিরের চুড়োর চারপাশে ঘুরপাকের পর একবার সে উড়ে গেল পশ্চিম দরজার দিকে। তারপর সাঁ করে চলে গেল সমুদ্রের দিকে। গত এপ্রিল মাসে এমনই অবিশ্বাস্য এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায়। বৃহস্পতিবার বিমানটি ভেঙে পড়ার পর বিস্ফোরণ হয়। তখন তাপমাত্রা ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। কিন্তু সেই জায়গা থেকেই অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয় একটি শ্রীমদ্ভগবত গীতা। দুর্ঘটনাস্থল থেকে গীতা উদ্ধারের একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে (যদিও ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল)। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উদ্ধার কাজ চালানো হচ্ছে। সেই সময় এক ব্যক্তি একটি গীতা উদ্ধার করেন। পাতা উলটে দেখান।

এরপর ৩ পাতায়

## হিমালয়ের ঋষি মুনিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সমর্পণ ধ্যান

# ধ্যান, মানুষের শরীর, আর জলের সম্বন্ধ

এবার প্রশ্ন উঠবে, ধ্যান কিভাবে আমাদের শারীরিক অবস্থায় পরিবর্তন আনবে! যখন আমরা অনুভব করতে শুরু করি যে সমস্ত শক্তি আমার মধ্যেই রয়েছে, হয়ত সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে তখন ধ্যানের মাধ্যমে সেই শক্তির জাগরণ হতে থাকে। ধীরে ধীরে এটা আমার স্নায়ু তন্ত্রের ওপর কাজ করতে আরম্ভ করে, তাকে শক্তশালী করে, ব্যবস্থিত করে। আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন হতে থাকে।

আজকের দিনে আমরা সহজে কিছু মেনে নিতে চাই না। বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার উদাহরণ ছাড়া কোন বিষয়ই আমাদের কাছে সহজে গ্রহণীয় হয় না। মানুষের শরীরের সত্তর শতাংশ জল। ধ্যানের মাধ্যমে বিশেষ ভাবে সামূহিক ধ্যানের (যেখানে অনেক মানুষ এক সঙ্গে বসে ধ্যান করেন) মাধ্যমে আশেপাশের বাতাবরণে এমন এক ব্যবস্থিত শক্তি তরঙ্গ সৃষ্টি হয় যে সেখানে রক্ষিত বোতলের জল গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে জলেরও কেলাসের গঠন (সজ্জারীতি) পরিবর্তিত হয়েছে ।এই বিষয়ে নিচে দুটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো : জাপানি বিজ্ঞানী ডঃ মাসারু এমোতো (Dr. Masaru Emoto and his water crystal) তার গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে মানব মনের চেতনাশক্তি দ্বারা জলের আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ( molecular structure of water is changed by the presence of human consciousness) ড. এমোতো দেখিয়েছেন পাত্রে জল রেখে তার সামনে প্রার্থনা, ঈশ্বর প্রসঙ্গ আলোচনা করলে বা ভালোবাসার প্রকাশ ছড়ালে জলের আণবিক গঠন অত্যন্ত সুন্দর হয়ে ওঠে( যা জলকে ঠান্ডা করে কেলাস গঠন করলে সুন্দর চিত্ররূপে প্রকাশ পায়)। অপরদিকে খারাপ কথা,গালি দেওয়া বা ঝগড়া চললে জলের আণবিক গঠনও বিকৃত হয়ে যায়। কলকাতার বসু বিজ্ঞানমন্দিরের গবেষণা দেখিয়েছে যে (A Multidisciplinary research journal : 2023, Feb11, V -(13) (page 19 to 39) ধ্যানের ফলে জলের বিন্যাস সুন্দর হয়। আমাদের মানব মস্তিষ্কে প্রায় ৭০ শতাংশ জল বর্তমান ( Medical News Today) ধ্যানের ফলে তার গঠন বিন্যাসও সুন্দর হয়। ফলস্বরূপ মানুষ শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হবে। তার ধীর, স্থির ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে, যে কোনো কাজ সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে সেই মানুষ। **ক্রমশঃ**

# বিশ্ব রক্তদান দিবসে রক্তদান শিবির আয়োজকদের সংবর্ধনা ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের !

**নুরসেলিম লস্কর,ক্যানিং**

সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে নিয়মিত রক্তদান শিবির আয়োজন করে চলেছেন ক্যানিং মহাকুমার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় যুব সমাজ। আর এই মানবিক প্রয়াসকে কুর্নিশ জানিয়ে আজ বিশ্ব রক্ত দান দিবসে রক্তদান শিবির আয়োজক দের নিয়ে এক বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক।

শনিবার হাসপাতালের সভাকক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিগত এক বছর ধরে সফলভাবে রক্তদান শিবির আয়োজনকারী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের হাতে এদিন ফুলের তোড়া,উত্তরীয় ও স্মারক তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্যানিং বন্ধু মহল ক্লাব, চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব, আজাদ

মহল রিক্রিয়াশন ক্লাব সহ ক্যানিং মহাকুমার প্রায় ১০০ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে ক্যানিং ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডা. মনোরঞ্জন মন্ডল বলেন, “এই সংকটকালে রক্তদাতারা ও আয়োজনকারীরা আমাদের প্রকৃত সহযোদ্ধা। তাদের এই প্রচেষ্টার জন্যই বহু রোগী নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছেন।তাই আজকের বিশ্ব রক্তদান দিবসে আমাদের ব্লাড ব্যাংকের তরফে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সংবর্ধিত করা হলো ” সেই সঙ্গে এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ওই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালের সুপার ডঃ পার্থ সারথি কয়াল, নার্সিং সুপার ডঃ বাণী সরদার, এসডিপিও ক্যানিং রাম কুমার মন্ডল, সহ ক্যানিং থানার আই সি সৌগত ঘোষ এবং ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস সহ আরো বিশিষ্ট সমাজকর্মীরা। আয়োজক সংস্থাগুলিও এই সম্মানে আপ্লুত। তারা জানান, এই স্বীকৃতি আগামী দিনে আরও উৎসাহ জোগাবে রক্তদান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আর এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একদিকে যেমন সমাজে রক্তদানের গুরুত্ব ফের একবার উঠে এল, তেমনি উৎসাহিত হলেন সেই সমস্ত মানুষরাও, যারা নীরবে-নিভৃতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে সদা প্রস্তুত। আর ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের এদিনের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে ক্যানিং -১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস বলেন, "আজ পর্যন্ত রক্তের বিকল্প কিছু বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি! কিন্তু দিন দিন যেভাবে রক্তের চাহিদা বাড়ছে ক্যানিং মহাকুমা জুড়ে তা সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে ক্যানিং হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। ঠিক সেই মুহূর্তে আজ বিশ্ব রক্ত দান দিবসে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালের সুপারের উদ্যোগে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি কে বিভিন্ন সময়ে নিঃস্বার্থভাবে রক্তদান শিবির আয়োজন করে এই রক্ত সংকট কিছুটা হলে পূরণ করে আসছে আজ তাদেরকে সংবর্ধনা দিলো। এই উদ্যোগ কে আমি সাধুবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে ক্যানিং মহাকুমার সকল নাগরিকদের কাছে অনুরোধ করবো সকলে এগিয়ে আসুন নির্ভয়ে রক্ত দান করুন।"

(১ম পাতার পর)

# আহমেদাবাদে ধ্বংসাবশেষে ভেসে উঠলেন জগন্নাথদেব! দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দুমাস আগেই মিলেছিল পুরীতে?

তিনি দাবি করেন, এত বড় বিস্ফোরণের পরেও উদ্ধার হওয়া গীতার কোনও ক্ষতি হয়নি। এই দুই ঘটনাতেই নেটিজেনদের মধ্যে হইচই পড়ে গিয়েছে।যার সত্য-মিথ্যা অবশ্য যাচাই হয়নি। তবে সেই দৃশ্য অনেকের মনেই ভয় ধরিয়ে ছিল। কোনও অশনি সংকেত নয় তো? এর প্রায় দু'মাসের মাথায় আহমেদাবাদে ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা ঘটল। অভিশপ্ত AI 171 বিমান এখনও পর্যন্ত প্রাণ কেড়েছে ২৭৪ জনের। আশ্চর্যজনকভাবে ধ্বংসাবশেষে ফুটে উঠল জগন্নাথদেবের বিগ্রহ! যেন প্রভু তাকিয়ে রয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সেদিন এই মৃত্যু সংবাদই বয়ে এনেছিল সেই ঈগল।

১২ জুন, ভারতের বিমানযাত্রার ইতিহাসে সবচেয়ে কালো দিন! অন্তত ২৪২ জন যাত্রীকে নিয়ে ওড়ার পরমুহূর্তেই আহমেদাবাদের মেঘানি নগরের বিজে মেডিকেল কলেজের ইউজি হস্টেলের মেসের ছাদে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার ৭৮৭ বোয়িং বিমান। একজন ছাড়া পাইলট, ক্রু-সহ সকল যাত্রী প্রাণ হারান সকলে। মৃত্যু হয়েছে বহু জুনিয়র ডাক্তারের। চিকিৎসাধীন অনেকে। এখনও চলছে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ। সেখান থেকেই একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে (যার সৎয়তা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল)। দেখা যাচ্ছে, বিমানের যে অংশ ভেঙে দেওয়ালের সঙ্গে লেগে রয়েছে সেখানে ভেসে উঠেছেন জগন্নাথদেব! তাঁর দুই চোখ জ্বলজ্বল করছে। অনেকেই এমনই দাবি করছেন। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বিমানের ওই অংশটি এমনভাবে ভেঙে রয়েছে যাতে মনে হচ্ছে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ।

(১ম পাতার পর)

# মহেশতলা কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন তৃণমূল কর্মীদের, সাংসদ অভিষেক

বসানো নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। প্রথমে বচসা। পরে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর। একাধিক বাড়ির ছাদের উপর থেকে ঢিল ছোঁড়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ-সহ পুলিশের শীর্ষকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। উন্মত্ত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। শুরু হয় পাথরবৃষ্টি। রবীন্দ্রনগর থানা লাগোয়া এলাকায় একটি বাইকেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ। কাঁদানে গ্যাসও ছোঁড়া হয়। মৃদু লাঠিচার্জও হয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন।মহেশতলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চলছে জোর চর্চা। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে বিজেপি। আবার তৃণমূলের দাবি, পুলিশ পুলিশের কাজ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আবার এদিন রাজ্য পুলিশে রদবদল হয়েছে।

# সেহারা বাজারে মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক করে ভয়াবহ আগুন, আহত ৪

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের সেহারা বাজারে সাত সকালে মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। গ্যাসের পাইপ লিক করেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান। আগুনে ঝলসে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন দোকান মালিক সহ মোট চারজন। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেহারা বাজার বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে একটি মিষ্টির দোকানে প্রতিদিনের মতো এদিনও সকালে মিষ্টি তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই গ্যাস লিক করে আগুন ধরে যায় দোকানের ভাটি শালায়। আগুনের তাপে মুহূর্তেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে দোকানটি। আগুনে দগ্ধ হন দোকান মালিক সহ আরও তিনজন কর্মী। স্থানীয়রা এবং সেহারা বাজার ফাঁড়ির পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায় এবং

এরপর ৬ পাতায়

# ভরা বাজারে মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামীকে 'বেধড়ক মার', পুলিশের জালে ৪ বিজেপি কর্মী

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

খাতড়া: ভরা বাজারে খোদ মন্ত্রীর স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। বাঁকুড়ার খাতড়া শহরে শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামী তুহিন মান্ডিকে খাতড়া শহরের দাসের মোড় এলাকায় মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

মন্ত্রীর অভিযোগ, "শান্ত শহর খাতড়াকে অশান্ত করার জন্যই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমার স্বামীর উপরে এই হামলার মূল পান্ডা হলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহ। শান্তনুর নেতৃত্বে এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে।" খাতড়া মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তুহিন মান্ডির একটি হাতে চোট লেগেছে। লাঠির ঘায়ে পিঠেও আঘাত লেগেছে। এক্সরে হয়েছে। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মন্ত্রীর স্বামীর আচরণে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। সামান্য বচর থেকেই এই গন্ডগোল হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে আমাদের দলের স্থানীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এটা সত্যি। কিন্তু তারা কেউ মারধর করেনি। মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর জন্যই আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে।" পুলিশ জানিয়েছে,

এরপর ৪ পাতায়

# সম্পাদকীয়

## পাইলটের শেষ বার্তাতেই লুকিয়ে আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার রহস্য

মেডে, নো থ্রাস্ট, লুজিং পাওয়ার, আনেবল টু লিফট' অর্থাৎ 'ইঞ্জিনে জোর নেই, পাওয়ার চলে যাচ্ছে, উপরে তুলতে পারছি না, মেডে।' আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটিসিতে পাঠানো বিপদসংকেতে এমনটাই বলেছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত বিমানের পাইলট সুমিত সভরওয়াল।এই সময়ের মধ্যে কি বিমানের পূর্ণাঙ্গ সেফটি ও ফুয়েল চেক সম্ভব? যদি দ্রুত বিমানটি ছাড়ার চাপ থেকে ভুল হয়ে থাকে, তা হলে ম্যানেজমেন্ট দায় এড়াতে পারে না। জ্বালানি সরবরাহকারী সংস্থা ও গ্রাউন্ড স্টাফদের ভূমিকা কী ছিল? বিশেষজ্ঞদের মতে, 'নো থ্রাস্ট'-এর কারণ হতে পারে জ্বালানির প্রবাহে বাধা। কন্টামিনেটেড ফুয়েল, ক্লগড ফিলটার্স অথবা ফুয়েল প্রেশার রেগুলেটর ফেলিওর-সবই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে উঠে আসছে। জ্বালানি পরীক্ষায় কোনও গাফিলতি ছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখা জরুরি।ওই বিপদবার্তাতেই সম্ভবত লুকিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের দুর্ঘটনার রহস্য।

বিমান দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশাই রয়ে গিয়েছে। অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ামক সংস্থা ডিজিসিএ জানিয়ে দিয়েছে যে বিমানের ইঞ্জিনে পাখির ধাক্কাতেই 'দুর্ঘটনা'। কিন্তু, বাস্তব পরিস্থিতি সেই দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই বিশেষজ্ঞদের মত। তাঁদের অনেকেই বিমানের রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা, দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন বিভাগের কর্তব্যে অবহেলা এবং প্রশাসনিক ত্রুটির দিকে গুরুত্বের সঙ্গে নজর দেওয়ার কথা বলছেন। ধ্বংস বিমানের ব্ল্যাকবক্স ঘটনাস্থল, মেঘানিনগরে চিকিৎসকদের হস্টেলের ছাদ থেকে উদ্ধার হয়েছে। সেটি এখন এনএসজি-র প্রহরায় রাখা হয়েছে। ব্ল্যাকবক্সের তথ্য বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণের আভাস মিলবে। কিন্তু, শুধু স্বচ্ছতার সঙ্গে তদন্ত নয়, ওই বিপর্যয়ে দায়ীদের বিচার ও জবাবদিহির দাবি উঠেছে দেশজুড়ে। সবার একটাই মত, বারবার 'দোষী'দের আড়াল করতে করতে বিমান ও রেল পরিবহণে সুরক্ষা বলে আর কিছু নেই।

দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে ফ্লাইট এআই-১৭১-এর পাইলটের শেষ কথাগুলি এখন তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে। রানওয়ে থেকে টেক-অফের পরমুহূর্তেই পাইলট এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে (এটিসি) 'মেডে' বার্তা পাঠান। মেনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং টিম, বিমানটিতে যদি আগে থেকেই ফ্ল্যাপ, থ্রাস্ট কন্ট্রোল বা এলিভেটরে সমস্যা থেকে থাকে, তা হলে কেন সেটা ওড়ার আগে মেরামত করা হল না? এর পরেও 'এয়ারক্রাফ্ট ফিট ফর ফ্লাই' সার্টিফিকেটে কে সই করেছিলেন? কোনও চেকলিস্ট কি ইচ্ছাকৃতভাবে স্কিপ করা হয়েছিল? বলা হচ্ছে, প্রথম দায় তাদেরই যারা বিমানটিকে ওড়ার ছাড়পত্র দিয়েছিল। এয়ার ইন্ডিয়া অপারেশনস ও ম্যানেজমেন্ট প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। মাত্র ২ ঘণ্টার ব্যবধানে দিল্লি-আহমেদাবাদ-লন্ডন রুট চালানো কি যুক্তিযুক্ত ছিল? দুর্ঘটনার পর থেকেই এই গুরুতর প্রশ্নটি উঠতে শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ডিজিসিএ কিংবা এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে কোনও জবাব দেওয়া হয়নি। তবে ওই বিমানের গত সাতদিনের মেনটেন্যান্স চেকলিস্ট চেয়েছে ডিজিসিএ। এর থেকে মনে হচ্ছে, তদন্তকারীরা এই সম্ভাব্য গলদ নিয়েও তদন্ত করে দেখতে চাইছে।

# কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(আটচল্লিশতম পর্ব)**

থেকো...জয় মা লক্ষ্মীজয় লক্ষ্মী নারায়ণের জয়সবাইকে জানার জন্য শেয়ার করুন।শাস্ত্রের উপর লেখা একাধিক প্রাচীন বইয়ে এমন অনেক মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাদেরকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবিকই জীবনের ছবিটা বদলে ফেলা সম্ভব। কারণ এই সব মন্ত্রের শরীরে এত মাত্রায় পজেটিভ শক্তি মজুত থাকে যে সেগুলি পাঠ করা মাত্র সেই শক্তি আমাদের গৃহস্থের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে যায়। ফলে একাধিক উপকার মিলতে শুরু করে। যেমন লক্ষ্মী মহা মন্ত্রের কথাই ধরুন না। সিংহভাগেরই আজানা এই মন্ত্রটি পাঠ করলে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভের পথ প্রশস্ত

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(৩ পাতার পর)

# ভরা বাজারে মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামীকে 'বেধড়ক মার', পুলিশের জালে ৪ বিজেপি কর্মী

এই ঘটনায় রাতেই চারজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের ধরার চেষ্টা চলছে। ঘটনার পরেই স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও পুলিশ গিয়ে তুহিন মান্ডিকে উদ্ধার করেন। পরে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে তাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। রাতেই তুহিন মান্ডি পুলিশের কাছে স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ চারজন বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে।

রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি বলেন, "অন্যান্য দিনের মতোই আমার স্বামী শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ খাতড়ার করালি মোড় দাসের মোড় এলাকায় গিয়েছিলেন। সেই সময়েই তার উপরে স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহের নেতৃত্বে ১৫-১৬ জন অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে। তাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। আমার স্বামী রাজনীতি করেন না। উনি একজন সরকারি কর্মী। তারপরেও বিজেপির দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে আমাকে টার্গেট করেই আমার স্বামীর উপর এই ঘৃণ্য হামলা চালিয়েছে।"

# বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

অতএব মাতৃকার মূর্তিরূপে প্রতিরোধ আছে, এই কথা মাথায় রেখে কালীর মূর্তিরূপের ব্যাখ্যা করতে হবে, নইলে আমরা ইতিহাসবিচ্যুত হব। রমাপ্রসাদ চন্দকে উদ্ধৃত করছেন দেবীপ্রসাদ "কারণ, আসল কথা এই যে,

**ক্রমশঃ**

**• সতর্কীকরণ •**

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# অবৈধভাবে গ্রাম,শহরে চলছে রমরমিয়ে পুকুর ভরাট! জনগন বলছেন এর পেছনে কাদের হাত, প্রশাসন কেন নিশ্চুপ

**অভিজিৎ সাহা,নবদ্বীপ, নদিয়া**

শহর তো দূরের কথা, গ্রামে গেলেও দেখা মিলছে না অনেক পুকুর বা জলাশয়। আজ থেকে দশ বছর আগে যে সমস্ত পুকুর গ্রামে দেখা মিলেছিল সেই সমস্ত জায়গায় দেখা যাচ্ছে বাড়ি, ঘর। গ্রামের দৃশ্য পাল্টে যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর পুকুরে নেমে স্নান বা সাঁতার কাটতে পারছে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য বা ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।বেশ কিছু দিন ধরে চলছিল অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে একটি ফাঁকা জায়গায় স্তূপ করে রেখে পরে সেইখান থেকে ঝুড়ি করে মাটি নিয়ে ফেলা হচ্ছিল পুকুরপাড়ে। শুক্রবার সকালে নজর পড়ল এমনই একটি দৃশ্য নবদ্বীপের শ্রীরামপুর রোডের কুটিরপাড়ায় চলছে অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের কাজ। এলাকাটি পুরসভার ১৬নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ইতিমধ্যেই একটি পুকুরের পাড়ের দু'দিকের বেশকিছু অংশ ভরাট করে ফেলা হয়েছে।

নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন সংলগ্ন মালঞ্চপাড়া থেকে শ্রীরামপুর রোড থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তায় ডান পাশে কুটিরপাড়ার এই পুকুরটি অনেকদিনের। একটা সময় এই পুকুরে স্নান করা,মাছ চাষ, এবং বর্ষায় সমস্ত বৃষ্টির অতিরিক্ত জল ওই পুকুরে গিয়ে পড়ত। এখন সেটি কেউ বা কারা ভরাট করছে। এব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দারা ভয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুকুরে যাওয়ার ঢালাই রাস্তাটি ছ'-সাত ফুট চওড়া। সেই রাস্তা দিয়ে দু'-একবার ট্রাক্টর ঢোকানোর চেষ্টা করা হলে স্থানীয়রা বাধা দেন। তাই এখন মাটি এনে ফেলা হচ্ছে মূল রাস্তার পাশের ফাঁকা জায়গায়। সেখান থেকে শ্রমিকরা মাথায় করে মাটি নিয়ে এসে পুকুরের দু সাইডে মাটি ফেলে বেশ কিছুটা জায়গা ভর্তি হয়েছে।কিছুদিন ধরে একটু একটু করে চলছে এই পুকুর ভরাটের কাজ। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সবকিছু জেনেও হেলদোল নেই প্রশাসনের।

শুক্রবার সকালে পুরসভার ১৬নম্বর ওয়ার্ডের কুটিরপাড়ায় পৌঁছে দেখা গেল, পুকুরের বেশকিছুটা অংশ ভরাট হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে এভাবেই পুকুরে মাটি ফেলা হচ্ছে। বাসিন্দারা বলেন আগে এই পুকুরের জল গ্রামের লোক ব্যবহার করত, এখন ঠিকমত জল নেই অপরিস্কার তাই কেউ আর ব্যবহার করেনা। আমরা চাইছি, পুকুর ভরাট বন্ধ হোক। স্থানীয় কাউন্সিলার নিতাইচন্দ্র দাস বলেন, আমি যতদূর জানি, এই পুকুরের মালিক পুরসভার ১নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তবে কে পুকুর ভরাট করছে, তা জানি না। কিন্তু, আমার কানে আসছে, এইভাবে পুকুর ভরাট করতে অনেক সময় লাগবে। পুকুরের পাশে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাগান রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মারফত শুনতে পাচ্ছি, ঐ বাগানের ভিতর দিয়ে ট্রাক্টর নিয়ে গিয়ে ওই পুকুরে মাটি ফেলা হবে। তিনি নাকি তাতে সম্মত হয়েছেন। আমিও প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চাইছি, পরিবেশকে বাঁচানোর স্বার্থে পুকুর বোজানো বন্ধ করা হোক। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক আধিকারিকদের অনেকেই বিষয়টি জেনেছেন। আমিও শুক্রবার পুরপ্রধানকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি। স্থানীয় দুই পড়ুয়া বলে, এই পুকুরটা পরিষ্কার করলে খুব ভালো হয়। আমরা তাহলে সাঁতার শিখতে এবং মাছ ধরতে পারব। বিগত ক'দিন ধরেই দেখতে পাচ্ছি, পুকুরের ধার দিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছে।

স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা ব্যবসায়ী কল্যাণ মুখার্জি বলেন, বর্ষায় বৃষ্টির সময় রাস্তার সমস্ত জল পুকুরে গিয়ে পড়ত। এখন প্রোমোটাররাজ চলছে। কে লড়বে এদের সঙ্গে? প্রশাসন যদি কাজ না করে আমাদের তো করার কিছু নেই। প্রশাসনকে

এরপর ৬ পাতায়

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhamahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# রাজনীতির ময়দান যেন সিংহাসন নিয়ে খেলা :- (আধুনিক রাজনীতিতে ক্ষমতার লোভে নীতির বির্সজন)

বেবি চক্রবর্ত্তী

ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শত শত বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। কোটি মানুষের রক্তের ওপর দেশভাগ।কথায় আছে গোড়ায় গলদ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন নিয়েও দলাদলি ছিল খোদ কংগ্রেসের অন্দরমহলে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং জওহরলাল নেহরুর মধ্যে। যখন কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২ টা ভোট পেয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর বাকি তিনটে ভোট ঝুলিতে ছিল জহরলাল নেহেরুর। সেই দিন গান্ধীজি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে আসার জন্য বাধ্য করেন। এবং গান্ধীজি নিজে প্যাটেল এর পদত্যাগপত্র লিখে তাতে সাইন করার জন্য প্যাটেলকে বললে তিনি বলেন, "স্বাধীনতার শুরুতেই গণতান্ত্রের গলা টিপে তাঁকে হ্রাস করা হল" সেই সময় এটি একটি তৎকালীন ইংরেজি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া প্রধানমন্ত্রী পদ নির্বাচন করা যায় না কিন্তু সেখানে গান্ধীজি সবকিছু উপেক্ষা করে খোদ স্বয়ং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নাম ঘোষণা করেন পন্ডিত জহরলাল নেহরু'কে। আজও তাঁর জন্মদিন শিশু দিবস হিসাবে পালিত হয়।

ভারতের রাজনীতির মঞ্চ যেন এক চিরকালীন নাট্যগৃহ। যেখানে সিংহাসন নিয়ে চলে চরম কৌশল দ্বন্দ এবং প্রতিযোগিতা। আজও তাঁর ব্যাতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার কেবল একটি প্রশাসনিক পদ নয় বরং হয়ে উঠেছে শক্তির প্রভাব ও আর্দশের প্রতীক। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ছিলেন গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা। তাঁর শাসনে ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহাসন ছিল তাঁর কাছে দায়িত্ব, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার মঞ্চ।পন্ডিত জহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে ইন্দিরা গান্ধীর। তিনি ছিলেন দৃঢ় চেতা স্পষ্ট ভাষী একরকম সৈরাচারী। তাঁর আমলে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ছিল এক ভয়াবহ অধ্যায় যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল। এরপর রাজীব গান্ধী - সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর হাত ধরে গান্ধী পরিবার রাজনৈতিক সিংহাসনের মূল দাবিদার হয়ে ওঠে। কংগ্রেস এই ধারাকে "ঐতিহাসিক উত্তারাধিকার" হিসাবে দেখে অথচ বিরোধীরা একে পরিবার তন্ত্র রাজনীতি বলে কটাক্ষ করে।

ভারতের রাজনীতিতে সিংহাসন কেবল পদ নয়। এ যেন এক নীতিগত প্রতিশ্রুতি ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা। এরপর নব্বইয়ের দশকে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যায়। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তৈরি হয় জোট সরকার। এখানে একে একে ক্ষমতায় আসে ভিপি সিং, চন্দ্রশেখর, দেবগৌড়া, আই কে গুজরাল এবং পরবর্তীতে আসে অটলবিহারী বাজপেয়ী। এই সময় সিংহাসনের খেলা হয়ে দাঁড়ায় বিরামহীন বোঝাপড়া ও সামঝোতার চর্চা। যেখানে স্থায়ী নীতি ও পরিকল্পনা থেকে রাজনৈতিক সুবিধাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। তাঁর শাসনাধীন সরকার আত্মবিশ্বাসী আক্রামনাত্মক ও এক ধরনের ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রতিচ্ছবি। তিনি জনসংযোগকে মূল হাতিয়ার বানিয়ে এক নিরঙ্কুশ শাসনের মডেল গড়ে তোলেন। যদিও অনেকে এই সময়কে গণতন্ত্রের সংকোচন হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। আবার অনেকেই একে বলেন উন্নয়নের যুগান্তকারী ধারা। ভারতের রাজনীতি আজও একটি চিরন্তন দ্বন্দ্ব আদর্শ বনাম ক্ষমতা নেতৃত্ব বনাম দম্ভ। জনাসেবা বনাম ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। প্রথম প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আজকের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এই সিংহাসন ভিন্ন সময় ভিন্ন চেহারা নিয়েছে কিন্তু একটা বিষয় সব সময় স্পষ্ট থেকেছে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় বরং সাধারণ মানুষের আস্থা এবং গণতান্ত্রের ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। ভারতের রাজনীতির এই সিংহাসন শুধু একটা পদ নয়। এটা একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে যারা এই সিংহাসনকে প্রকৃত জনসেবার হাতিয়ার বানিয়েছেন তাঁরাই মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। পাশাপাশি ভোট প্রচারের আগে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে জনপ্রতিনিধিরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট ভিক্ষা করেন পরে তাঁদের কাছে কোন প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করিয়ে জুতোর সোল খইয়েছেন। তাঁরাই আবার পরে ক্ষমতাকে নিজস্ব হাতিয়ার করে। সময় তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে ইতিহাসের প্রান্তে।তাই আজকের প্রজন্মের উচিত রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতার খেলা না ভেবে সমাজে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা তবেই সত্যি কারের গণতন্ত্রের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। বর্তমান ভারতের প্রয়োজন আর্দশবান নেতৃত্ব গণতান্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক সাংস্কৃতি। রাজনীতির আঙিনায় এই সিংহাসনের খেলা আজও চলছে। সময়ের ধারা পরিবর্তনশীল কিন্তু এখানে মানুষের আশা নেতৃত্ববোধ জনকেন্দ্রিক মানবিক এবং নৈতিকতায় ঋদ্ধ।

(৩ পাতার পর)

## সেহারা বাজারে মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক করে ভয়াবহ আগুন, আহত ৪

আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আপাতত সকলেই চিকিৎসাধীন।

ঘটনার পর থেকে গ্যাস লিকের উৎস নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন, ওই ভাটি শালাতেই অন্য একটি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস ভরা হচ্ছিল, যার ফলে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে আগুন লাগে। আবার কারও মতে, গ্যাস পাইপে লিক থাকায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দোকান ও আশপাশের এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক এখনও ছড়ানো।

(৫ পাতার পর)

## অবৈধভাবে গ্রাম,শহরে চলছে রমরমিয়ে পুকুর ভরাট! জনগন বলছেন এর পেছনে কাদের হাত, প্রশাসন কেন নিশ্চুপ

পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা চাই, পুকুরটা অক্ষত থাকুক। আমরা তো বরাবরই জানি যে পুকুর কোনওদিন ভরাট করা যায় না। এখন সবটাই সম্ভব!নবদ্বীপ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাজস্ব পরিদর্শক(নবদ্বীপ পুরসভা) সোমদীপ চক্রবর্তী বলেন, আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ভোররাতে এসব কাজকর্ম হচ্ছে। সবে পুকুরে মাটি ফেলা শুরু হয়েছে। আমি বারণ করে দিয়েছি যাতে পুকুর ভরাট করা না হয়। জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিষয়টি আমরা নজরে রেখেছি। যারা এধরনের কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা শাসক শারদ্বতী চৌধুরী বলেন, বিএলআরওর রিপোর্ট দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় সূত্র থেকে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে পুকুরটি স্বর্গীয় নিমাই সাহার।

যে সমস্ত প্রোমোটাররা মাটি ফেলে ভরাট করছেন তাদের বক্তব্য স্থানীয় মানুষরা বলছেন পুকুরটি ভরাট হলে ভালো হয় কারণ বিভিন্ন সাপ ও উপদ্রব করে, জঙ্গলে ভরাট হয়ে আছে। এদিকে এলাকার মানুষ মুখ খুলতে চাইছেন না।

বিভিন্ন কারণে প্রকৃতি দূষিত হচ্ছে। একদিকে চলছে গাছ কাটা, অন্যত্র পুকুর ভরাট। এইভাবে চলতে থাকলে প্রকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট হবে এবং দূষণ বাড়তে থাকবে। আমরা যতই বলি "গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান" নিজেরাই যদি সচেতনতা না হই, তাহলে কি সম্ভব হবে প্রকৃতিকে রক্ষা করা।

# সিনেমার খবর

## কিয়ারার সন্তানের জন্য উপহার পাঠালেন আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মা হতে যাচ্ছেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেট গালায় অংশ নিয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। বর্তমানে মা হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন কিয়ারা, আর এই সময়েই কাছের মানুষদের কাছ থেকে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা পেতে শুরু করেছেন তিনি।

এই তালিকায় সবচেয়ে স্পেশাল উপহারটি পাঠিয়েছেন তার সহকর্মী ও বন্ধু অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। বুধবার নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি শেয়ার করেছেন কিয়ারা, যেখানে দেখা যাচ্ছে নবজাতকের জন্য একগুচ্ছ আরামদায়ক ও মিষ্টি পোশাক। ছবির সঙ্গে কিয়ারা একটি ছোট্ট বার্তা লিখেছেন, 'ধন্যবাদ মাম্মা আলিয়া ভাট।'

ছবিতে আলিয়ার হাতে লেখা একটি নোটও দেখা গেছে। সেখানে লেখা, 'প্রিয় কিয়ারা, তোমার এই বিশেষ সময়ে, নতুন জীবনের অধ্যায়ে পা রাখার মুহূর্তে তোমাকে আলিঙ্গন পাঠাচ্ছি। আমি জানি, এই অধ্যায় যেমন সুন্দর, তেমনি ক্লান্তিকরও। তাই এড এ মাম্মার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত যত্ন ও ভালোবাসায় তৈরি কিছু আরামদায়ক উপহার পাঠালাম। বিশ্রাম নাও, সবকিছু উপভোগ করো। তুমি এটা পাওয়ার যোগ্য। অনেক ভালোবাসা।'

এদিকে আলিয়া ভাট এখন ব্যস্ত তার নতুন প্রজেক্ট 'আলফা' ও 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবির কাজ নিয়ে, যেখানে তার সহশিল্পী রণবীর কাপুর ও ভিকি কৌশল। অন্যদিকে কিয়ারা আদভানিকে পরবর্তীতে দেখা যাবে অ্যাকশনধর্মী ছবি 'ওয়ার ২'-তে, যেখানে তার সঙ্গে থাকছেন হৃতিক রোশন ও জুনিয়র এনটিআর। অয়ন মুখার্জির পরিচালনায় এই ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ১৪ আস্ট

## হলিউডে অভিষেকের পালা দিশা পাটানির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে নিজের অবস্থান ধীরে ধীরে শক্ত করে তুলেছেন অভিনেত্রী দিশা পাটানি। 'এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি' ছবিতে সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিতেই নজর কেড়েছিলেন তিনি। এরপর বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তৈরি করেছেন নিজস্ব পরিচিতি। অ্যাকশন ও নাচিয়ে হিসেবে দারুণ সুনাম তাঁর। এবার সেই সুনাম ও পরিচিতি ছড়িয়ে দিতে চলেছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। প্রথমবারের মতো পা রাখছেন হলিউডে, তাও আবার অস্কারজয়ী নির্মাতার ছবিতে!

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ওটিটিপ্লে'র এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, প্রায় দুই দশক পর সিনেমা পরিচালনায় ফিরেছেন খ্যাতিমান নির্মাতা কেভিন স্পেসি। তাঁর নতুন সিনেমা 'হোলিগার্ডস'-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দিশা পাটানিকে। ইতোমধ্যেই সিনেমাটির শুটিং সম্পন্ন হয়েছে মেক্সিকোর মনোরম লোকেশনে।

'হোলিগার্ডস' একটি সুপারন্যাচারাল থ্রিলার ঘরানার সিনেমা। থ্রিল, রহস্য আর অতিপ্রাকৃত উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত এ চলচ্চিত্রে দিশার সহ-অভিনেতা হিসেবে রয়েছেন হলিউডের খ্যাতনামা তারকারা– ডল্ফ লুন্ডগ্রেন, টাইরেস গিবসন এবং ব্রিয়ানা হিল্ডব্র্যান্ড। এমন তারকাবহুল কাস্টিং এবং অস্কারজয়ী পরিচালকের ব্যানারে ছবিটি নিঃসন্দেহে দিশার ক্যারিয়ারে এক মাইলফলক হয়ে উঠতে যাচ্ছে।

ইতিপূর্বে দিশা নিজের ইনস্টাগ্রামে সিনেমার বিহাইন্ড দ্য সিন মুহূর্তের কিছু ছবি শেয়ার করে অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়েছিলেন। তার ফ্যানদের অনেকেই মনে করছেন, এ সিনেমা হতে চলেছে দিশার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

তবে এখনও সিনেমাটির ফার্স্টলুক কিংবা ট্রেলার প্রকাশ পায়নি। মুক্তির তারিখও নির্ধারিত হয়নি। তবে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দিশার হলিউড অভিষেক কেমনভাবে আলোড়ন তোলে, তা দেখার জন্য।

## ক্যান্সারে আক্রান্ত দীপিকার জন্য দোয়া চাইলেন স্বামী শোয়েব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কয়েকদিন আগেই জীবনের কঠিন মুহূর্তের কথা ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করেছেন ভারতীয় অভিনেত্রী দীপিকা কক্কর। বর্তমানে লিভার ক্যান্সারের দ্বিতীয় পর্যায়ে আছেন 'সসুরাল সিমার কা' খ্যাত এই অভিনেত্রী। এবার তার স্বামী শোয়েব ইব্রাহিম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন পোস্টে স্ত্রীর জন্য ভক্ত-অনুসারীদের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই তার টিউমারের অস্ত্রোপচার স্থগিত ছিল। গতকাল তার অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল তার। এদিন স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ করে শোয়েব লিখেছেন, 'দীপিকার অস্ত্রোপচার হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। আপনারা সবাই তার জন্য প্রার্থনা করবেন। সবার প্রার্থনার দরকার তার।'

দীপিকার স্বামী জানান, স্বস্তির খবর একটাই, ক্যান্সার রয়েছে শুধু ওই একটি টিউমার অংশেই। শরীরের অন্যত্র কোথাও ছড়ায়নি।

এর আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছে দীপিকা লিখেছিলেন, সব রকম ইতিবাচকতা দিয়ে তিনি 'লড়াই' করতে প্রস্তুত।

দীপিকা বলেন, 'আমার পুরো পরিবার আমার পাশে রয়েছে। আপনাদের সবার কাছ থেকে যে পরিমাণ ভালোবাসা পাচ্ছি, তা আমরা যাত্রাকে আরও সহজ করে তুলবে। আমাকে আপনাদের প্রার্থনায় রাখুন।'

বছরখানেক আগেই মা হয়েছেন দীপিকা। তার লিভার ক্যান্সারের কথা প্রকাশ্যে আসার পর অনেককেই তাকে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতে দেখা যায়। এই দম্পতি জানান, এক বছরের ছেলে রুহান এমনিতে খুবই বুদ্ধিমান। তবে সে বুঝতে পারছে তার মা অসুস্থ। ছেলের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খানিক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন দীপিকাও।

# ২৭ বছর পর ঘুচল ‘চোকার্স’ তকমা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

অ্যাপার্থেইড পলিসির (বর্ণবিদ্বেষ) কারণে ২১ বছর নির্বাসনে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে এসে ১৯৯৮ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল বটে, কিন্তু বিশ্বক্রিকেটে কৌলিন্য পায়নি। উল্টে ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল থেকে জুড়ে গিয়েছে ‘চোকার্স’ তকমা। একের পর এক বিশ্বকাপে সেই তকমার আঁঠা আরও গাঢ় হয়েছে। বলা হয়েছে, বড় ম্যাচের চাপ নিতে পারে না তারা। অ্যালান ডোনাল্ড, শন পোলক, জ্যাক ক্যালিস, এবি ডি ভিলিয়ার্সেরা সেই তকমা মুছতে পারেননি। তা ঘোচালেন টেম্বা বাভুমা, এডেন মার্করাম, কাগিসো রাবাদারা। বিশেষ করে বলতে হয় মার্করামের কথা। ১৩৬ রান করে তিনি যখন সাজঘরে ফিরছেন, ততক্ষণে দলের জয় নিশ্চিত হয়ে গেছে।

২৭ বছর পর আরও এক বার আইসিসি ট্রফি জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। নির্বাসন কাটিয়ে ফেরার সাড়ে তিন দশক পর টেস্ট ক্রিকেটের সিংহাসনে বসল তারা। চাপে পড়লেও যা তারা আর ‘চোকার্স’ নন তা দেখালেন বাভুমা, মার্করামেরা। যে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে সেই তকমা জুটেছিল, সেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েই তা মুছল।

দ্বিতীয় ইনিংসে কামিন্স, স্টার্ক, হেজেলউডদের তেমন সুযোগ দিলেন না বাভুমা ও মার্করাম। উল্টে যত সময় গড়াল তত কাঁধ ঝুঁলে গেল কামিন্সদের। নইলে কেন এত রক্ষণাত্মক হয়ে পড়লেন অজি অধিনায়ক। যেখানে উইকেট তোলা ছাড়া গতি নেই সেখানে বাউন্ডারিতে ফিল্ডার রাখলেন। বোঝা গেল দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের পথে বিলম্ব করা ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনা নেই তার। হার মেনে নিয়েই বোধহয় চতুর্থ দিন খেলতে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। তাদের শরীরী ভাষা সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তাই কামিন্স, স্টার্করা একক দক্ষতায় উইকেট তুললেও তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় আটকাতে পারলেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। ব্রিটিশদের হাত ধরে ১৮৮০ সালে সেখানে ক্রিকেট শুরু। ধীরে ধীরে তার বিস্তার। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পর তারাই তৃতীয় দেশ যারা টেস্ট খেলেছে। এই দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে ঝড় বয়ে গিয়েছিল ১৯৭০ সালে। সেই সময় তাদের ক্রিকেটে অ্যাপার্থেইড পলিসি চলছে। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারদের নেওয়া হচ্ছে না। তারই শাস্তি পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৭০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ২১ বছর নির্বাসিত করা হয় তাদের। আইসিসির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা কিছু টেস্ট খেলেছিল বটে, কিন্তু তা স্বীকৃতি পায়নি। অবশেষে ১৯৯১ সালে নতুন পলিসি আনার পরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আবার ক্রিকেট খেলার অনুমতি দেয় আইসিসি। দলে নির্দিষ্ট সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার রাখতে হবে, সেই মর্মেই আবার ক্রিকেটে ফেরে তারা।

নির্বাসন কাটিয়ে ফেরার পর ১৯৯২ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই টেস্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে তৎকালীন বিসিসিআই সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান আলি বাখারের ভূমিকা ছিল দেখার মতো। বিশেষ করে ডালমিয়ার উদ্যোগেই হয়েছিল সেই ম্যাচ। কপিল দেবের ভারতের কাছে সেই ম্যাচ হেরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে দীর্ঘ ২২ বছর পর আবার লাল বলের ক্রিকেটে দেখা যায় প্রোটিয়াদের।

ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পরের বছর ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপে প্রথম বার প্রকৃতির কাছে মার খায় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান তাড়া করছিল তারা। ফাইনালে উঠতে দরকার ছিল ১৩ বলে ২২ রান। বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়। খেলা শুরু হওয়ার পর ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১ বলে ২২ রান। হারতে হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। তার সাত বছর পর প্রথম আইসিসি ট্রফি জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ওঠে তাদের হাতে। সেই শেষ। তারপর থেকে শুধু হতাশা জুটেছে তাদের কপালে। ১১টা আইসিসি প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। ১৯৯৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অ্যালান ডোনাল্ডের ‘ব্রেনফেড’ হয়ে রান আউট ক্রিকেটের ইতিহাসে অমর ফ্রেম হয়ে থেকে গেছে।

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার ২৬ বছর পর। সেখানে ভারতের বিরুদ্ধে একটা সময় জেতার মুখে ছিল তারা। ২৪ বলে দরকার ছিল ২৬ রান। সেখান থেকে হারে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিছুতেই ফাইনালের গণ্ডি পার হতে পারছিল না তারা। চলতি বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠে আবার হারতে হয় তাদের।

দক্ষিণ আফ্রিকার সেই অন্ধকার সময়ে আলোর কিরণ নিয়ে এলেন বাভুমা। ২০১৪ সালে অভিষেক হয় ৫ ফুট ৩ ইঞ্চির বাভুমার। তিন ফরম্যাটে খেললেও ধীরে ধীরে ছোট ফরম্যাট থেকে বাদ পড়েন তিনি। ২০১৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে শতরান করেন তিনি। ২০২১ সালে কুইন্টন ডি'কককে সরিয়ে ওয়ানডে দলের অধিনায়ক করা হয় বাভুমাকে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়কও। ২০২৩ সালে টেস্টের অধিনায়কত্বও পান বাভুমা। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে তার রেকর্ড দেখার মতো। ১০টা টেস্টে অধিনায়কত্ব করে ৯টা জিতেছেন তিনি। একটাও হারেননি। এই ১০টা টেস্টে তার ব্যাটিং গড় প্রায় ৬০। ক্যারিয়ারে মাত্র ৪টা শতরান করলেও তার কত ৭০, ৮০, ৯০ রানের ইনিংস যে দলকে জিতিয়েছে তা মনে রাখার মতো।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR